আমঝুপি বালিকা বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পহেলা বৈশাখের এই আয়োজনে বাংলা ১৪৩২ সালকে বিদায় ও ১৪৩৩ সালকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো: হাসিবুজামান স্বপন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। এছাড়াও বক্তব্য দেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক রকিবুল ইসলাম, গাজিউর রহমান, রিপন, রাফিউল ইসলাম, বসির আহমদ, আবুল হাসান, শাহনাজ খাতুন, নারগিস চৌধুরী ও শাহেদা বানু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিএসসি টিচার হাবিবুর রহমান।

সভাপতি মো: হাসিবুজ্জামান স্বপন তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলা ভাষা আমাদের গৌরব, আর পহেলা বৈশাখ আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দিনটি শুধু একটি বর্ষবরণ নয়, এটি বাঙালির প্রাণের উৎসব।”

আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

নানা আয়োজনে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দঘন পরিবেশে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৪ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা,আলোচনা সভা,পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে অনুষ্ঠিত হওয়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
এসময় তিনি বলেন, হাজার বছর ধরে এদেশে এ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

এসময় সিভিল সার্জন ডা.এ কে এম আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার, আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম ,সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এর আগে একটা শোভাযাত্রা বের করা করা।শোভাযাত্রাটি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণ অংশ নেন।

এসময় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে।

মেহেরপুরে অরণি থিয়েটারের

আয়োজন পহেলা বৈশাখ পালন

মেহেরপুরে অরণি চিলড্রেনস থিয়েটারের আয়োজন পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে “অরণির বৈশাখ ১৪৩১” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে শিল্পকলা একাডেমি চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার অরণি থিয়েটার কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

এসময় হাফিজ শিশিরের সূত্রে অংশ নেয় মাহামুদা রুহি, ফারজানা করিম অর্পিতা, রাহিম সাবের, রাইসুল ইসলাম অনিক, মুস্তাহিদুর রিসাত, অর্ঘ, সাবা সাবের তরি, সাব্বির সোহাগ, আতিক স্বপন, রাজিয়া সুলতানা টনি, রুবেল, মফিজুর রহমান মিঠু, শেখ মমিন, নুসরাত তিথি, মৌপাল, ননী গোপাল সাহা, সাঈদ হোসেন, উজ্জল খান, শাহরিয়ার উজ্জল, নিশান সাবের সহ অরণির বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে পান্তা খাওয়ানোর ও ছোট্ট সাংস্কৃতিক পর্ব স্মৃতি রোমন্থন করে অরণি চিলড্রেনস থিয়েটার পরিবারের সদস্যরা।

নানা আয়োজনে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দঘন পরিবেশে মেহেরপুরে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদযাপিত করা হয়েছে।

রবিবার (১৪ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা,আলোচনা সভা,পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে অনুষ্ঠিত হওয়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।
এসময় তিনি বলেন,হাজার বছর ধরে এদেশে এ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তাই বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

এসময় জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক,জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, পি পি পল্লব ভট্টাচার্য,জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এর আগে একটা শোভাযাত্রা বের করা করা।শোভাযাত্রাটি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণ অংশ নেন।

এসময় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে।

দামুড়হুদায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন

দামুড়হুদায় পহেলা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রা, গণজমায়েত, জাতীয় সংগীত এবং লোকজ সংগীত পরিবেশন, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাঠি খেলা ও পুরুস্কার বিতরণী এবং লোকজ সংস্কৃতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ৮ টা থেকে ২দিন ব্যাপি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলী মুনছুর বাবু বলেন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ থেকে বাংলা নববর্ষ জাতীয়ভাবে উদ্যাপন করা হয়ে আসছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বাংলা নতুন

বছরকে বরণ করে নেয়ার উৎসবের নানা আয়োজনের মধ্যে বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রা মানব সভ্যতার প্রতিনিধিত্বশীল সংস্কৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাঙ্গালির ঐক্য, শান্তি ও অসাম্প্রদায়িতক চেতনাকে ধারণ করে মঙ্গল শোভাযাত্রা আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি একটি উৎসব। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রা কে বিশ্বের গুরত্বপূর্ণ (Intangible Cultural Heritage) এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় বিশ্বব্যাপী এ উৎসবের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচিতি আরও দৃঢ় করবে। নববর্ষ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে আসছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত এই দিবসটি প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় ও আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় পহেলা বৈশাখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেছেন,পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আবহমান উৎসব।

তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ পুরনো জীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত

সকাল থেকেই বৈশাখী সাজে হাজারো মানুষের ভিড়, আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। বেলা বাড়তেই গান, নাচ, আবৃত্তিসহ নানা আয়োজনে জমে ওঠে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জিয়া শিশু পার্ক, কামরুল ইসলাম সিদ্দিক শিশু পার্ক, রেনউইক বাঁধ, গড়াই নদীর বাঁধ এলাকায় যেন তরুণ-তরুনীসহ হাজারো মানুষের উপচেপড়া ভীড় লক্ষ করা গেছে।

মুজিববনগরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন

শুভ্রতা ছুঁয়ে থাকুক মননে, স্নিগ্ধ আলোয় জুড়িয়ে যায় দুচোখ,প্রাণের সঞ্চার উদ্বেলিত হোক নতুন বছরে।অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সব অশুভ শক্তিকে বিদায় জানাতে বর্ণিল আয়োজন ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সামনে গিয়ে শেষ হয় ।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় মুুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার আঃ মোমিন, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সহকারী স্টেশন অফিসার শাহাজাহানসহ শোভাযাত্রায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]

বাকী, মেহেরপুর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের (ভারপ্রাপ্ত) উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।